সূরা ইবরাহীম ২য় রুকুঃ ৭-১২ আয়াত

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَ اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ ১৪ : ৭

৭. আর স্মরণ করুন, যখন তোমাদের রব ঘোষণা করেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আরো বেশী দেব আর অকৃতজ্ঞ হলে নিশ্চয় আমার শাস্তি তো কঠোর।

যদি আমার নিয়ামতসমূহের অধিকার ও মর্যাদা চিহ্নিত করে সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করো, আমার বিধানের মোকাবিলায় অহংকারে মত্ত হতে ও বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ না হও এবং আমার অনুগ্রহের অবদান স্বীকার করে নিয়ে আমার বিধানের অনুগত থাকো।

আরবি শব্দ **تَاَذَّنَ** (তাআযযানা) এর অর্থ হলো: ঘোষণা করেছিলেন, জানিয়ে দিয়েছিলেন বা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া।

تَاَذَّنَ শব্দটির অর্থ সংবাদ দেওয়া ও ঘোষণা করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এইঃ এ কথা স্মরণযোগ্য যে, আল্লাহ্ তা ’ আলা ঘোষণা করে দেন, যদি তোমরা আমার নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর অর্থাৎ সেগুলোকে আমার অবাধ্যতায় ও অবৈধ কাজে ব্যয় না কর এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মকে আমার মর্জির অনুগামী করার চেষ্টা কর, তবে আমি এসব নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেব। এ বাড়ানো নিয়ামতের পরিমাণেও হতে পারে এবং স্থায়িত্বেও হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তওফীক প্রাপ্ত হয়, সে কোন সময় নিয়ামতের বরকত ও বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় না। -(মাযহারী)

تَأَذَّنَ এর অর্থ أَعْلَمَكُمْ بِوَعْدِهِ لَكُمْ তিনি তোমাদেরকে তাঁর প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। আর এও হতে পারে যে, এটা শপথের অর্থে, অর্থাৎ যখন তোমাদের প্রতিপালক স্বীয় গৌরব-মর্যাদার শপথ করে বলেছিলেন। (ইবনে কাসীর)

"আল্লাহ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহই করেন, কিন্তু অনেকেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।" সূরা ইউনুস ১০:৬০

وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ كَفُورًا "মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।" [সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৬৭]

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَكَفُورٌ ২২ : ৬৬

আর তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন; তারপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করবেন। মানুষ তো খুব বেশী অকৃতজ্ঞ। সূরা হাজ্জ ২২:৬৬

"আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।" [সূরা নামল ২৭:৭৩]

"আমি যখন মানুষকে আমার রহমত আস্বাদন করাই, তখন সে উল্লসিত, আর যখন তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের কোন অনিষ্ট ঘটে, তখন মানুষ খুব অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।" [সূরা আশ-শুরা ৪২:৪৮]

"আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়।" [সূরা আল ইনসান ৭৬:৩]

"নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ।" [সূরা আদিয়াত ১০০:৬]

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পদ বা নিয়ামতের প্রাচূর্য মানুষকে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হতে উৎসাহ দেয়।
'কিন্তু কঠিন সময় কেটে যাওয়ার পর যখন আমি তাকে আমার রহমতের স্বাদ চাখাই, তখন সে বলতে থাকে, এটা তো আমার প্রাপ্য; আমি মনে করিনা যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। তবে সত্যিই যদি আমাকে আমার পালনকর্তার কাছে হাযির করা হয়, তবে অবশ্যই তার কাছে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে। অতএব আমি কাফেরদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করবো এবং তাদেরকে অবশ্যই আস্বাদন করাবো কঠিন শাস্তি। আমি যখন মানুষকে নেয়ামত দান করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং গর্বিত হয়ে উঠে। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সুদীর্ঘ দুআ করতে শুরু করে। (সূরা ফুস্সিলাতঃ ৫০-৫১)

বিখ্যাত মুফাস্সির মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ এটা তো আমার প্রাপ্য এর অর্থ হচ্ছে আমার কর্ম ও পরিশ্রমের মাধ্যমেই এটা অর্জন করেছি। আমিই এর হকদার।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ সে এ কথা বলতে চায় যে, নেয়ামত আমার আমলের কারণেই এসেছে। এটি আমার বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব এবং যোগ্যতার ফল।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ''সে বলে, নিশ্চয়ই এ নেয়ামত আমার জ্ঞানের জন্য আমাকে দেয়া হয়েছে। (সূরা কাসাসঃ৭৮)

কাতাদাহ (রঃ) বলেন উপার্জনের রকমারী পন্থা সম্পর্কিত জ্ঞান থাকার কারণেই আমি এ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি।

মুজাহিদ বলেছেনঃ কারুন বলেছিল, আমার বংশগত মর্যাদার বদৌলতেই এ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি।

আবু হুরাইয়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল সা কে এ কথা বলতে শুনেছেনঃ''বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। যাদের একজন ছিল কুষ্ঠরোগী, আরেকজনের ছিল মাথায় টাক, অপরজন ছিল অন্ধ। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তখন তাদের কাছে তিনি একজন ফেরেশতা পাঠালেন।----------বুখারী, অধ্যায়ঃ বনী ইসরাঈলের খবর থেকে যা বর্ণিত হয়েছে।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার শুনলেন, এক লোক দু' আ করছে-

"হে আল্লাহ! আমাকে অল্প সংখ্যকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন!" উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, "অল্পসংখ্যক মানে কী? কারা অল্পসংখ্যক?"

তখন লোকটি খলিফাকে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে শুনান- "আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ"। (সূরা সাবা: ১৩) লোকটির বুদ্ধিমত্তা দেখে খলিফা বললেন, "সবাই আমার চেয়ে কতো বেশি জানে!"
[মুসান্নাফে আবি শায়বা: ২৯৫১৪

কৃতজ্ঞতা মূলত তিন প্রকার। সেগুলো হলো:

১। অন্তরের কৃতজ্ঞতা ২। জবানের কৃতজ্ঞতা ৩।আমলের কৃতজ্ঞতা

“যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।” [সুনানে আবু দাউদ: ৪৮১১]

কাউকে কিছু দান করা হলে তার সক্ষমতা থাকলে সে যেন প্রতিদান দেয়। সক্ষমতা না থাকলে সে যেন প্রশংসা করে। কেননা, যে লোক প্রশংসা করলো, সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। আর যে তা গোপন রাখলো, সে অকৃতজ্ঞ হলো। [জামে আত-তিরমিজি: ২০৩৪]

নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা আল্লাহ অত্যন্ত অপছন্দ করেন। যার জন্য তিনি কঠিন শাস্তির ধমক দিয়েছেন। এই জন্য নবী (সাঃ)ও বলেছেন যে, অধিকাংশ মহিলারা স্বামীর অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম, আল-ঈদাইন)

إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ

নিশ্চয় মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। সূরা আদিয়াতঃ ৬

আল্লাহ تعالى বলছেন মানুষ হচ্ছে كنود কানুদ। কানুদ হচ্ছে এমন একজন, যার জন্য ভালো কিছু করা হলেও সে তা স্বীকার করে না। এরা সারাদিন বসে শুধু হিসেব করে তার কত অভাব, কত দুঃখ, কত কিছু পাওয়া হলো না। কিন্তু সে জীবনে কত ভালো কিছু পেয়েছে, সেগুলো নিয়ে ভেবে দেখে না। সুযোগ পেলেই তার উর্ধ্বতনদের বা অভিভাবকদের দোষ দিতে থাকে এই বলে যে, তার অমুক নেই, তমুক হলে কত ভালো হতো, তাকে অমুক দেওয়া উচিত ছিল, অন্যের তো ঠিকই তমুক আছে ইত্যাদি।

অনেক বছর আগে আল্লাহ تعالى যখন ইবলিসকে তাঁর সান্নিধ্য থেকে বের করে দিচ্ছিলেন, তখন ইবলিস একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শপথ করেছিল, যা থেকে তার মানুষকে ধ্বংস করার অন্যতম একটি প্রধান পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়–

(ইবলিস বলল) “আমি মানুষের কাছে আসবো: ওদের সামনে থেকে, ওদের পেছন থেকে, ওদের ডান দিক থেকে এবং ওদের বাম দিক থেকে। আপনি দেখবেন ওরা বেশিরভাগই কৃতজ্ঞ না।” [আ’ রাফ ৭:১৭]

ইবলিস অনেক আগেই বলে গিয়েছিল যে, আমরা বেশিরভাগই আল্লাহর تعالى প্রতি কৃতজ্ঞ হবো না। সে আমাদের ভেতরের অকৃতজ্ঞতাকে বের করে আনবে। আজকে আমরা ওরই কথা প্রতিনিয়ত সত্যি প্রমাণ করে দিচ্ছি।

এবার আসি কৃতজ্ঞ বান্দাহদের অবস্থা সম্পর্কে—

ক্ষমা করা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ‘তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন’ (আলে ইমরান ৩/১২৯)। রূযী প্রদান সম্পর্কে তার বক্তব্য وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ‘আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রূযী

দান করে থাকেন’ (বাক্বারাহ ২/২১২)। তওবা সম্পর্কে উক্ত হয়েছে,وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার তওবা কবুল করেন’ (তওবা ৯/১৫)।

কিন্তু ইচ্ছা যুক্ত করা ছাড়াই শোকরকে নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ‘আমরা সত্বর কৃতজ্ঞ বান্দাদের পুরস্কৃত করব’ (আলে ইমরানঃ১৪৫)। , وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ‘আল্লাহ সত্বর তার কৃতজ্ঞ বান্দাদের পুরস্কৃত করবেন’ (আলে ইমরানঃ১৪৪)। তিনি আগের মতো বলেননি যে, ‘তিনি চাইলে শোকরকারীদের অচিরেই প্রতিদান দিবেন’ । অথবা বলেননি, ‘অচিরেই তিনি ইচ্ছা হ’লে শোকরকারীদের প্রতিদান দিবেন’ ।

মহান আল্লাহ স্বয়ং নিজেকে শাকের (شَاكِرًا) ও শাকূর (شَكُورًا) নামে নামাঙ্কিত করেছেন। আবার শোকরকারীদেরও তিনি শাকের (شَاكِرِينَ) নামে অভিহিত করেছেন।

মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা : আল্লাহ বলেন, أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ‘তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও’ (লোকমান ৩১/১৪)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ ‘যে ব্যক্তি মানুষের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহর শোকর আদায় করে না’ ।আবুদাঊদ হা/৪৮১১; তিরমিযী হা/১৯৫৪; মিশকাত হা/৩০২৫।

নেমতের প্রতি কৃতজ্ঞতা : খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-কে দেখুন তিনি আল্লাহ তা ‘আলার দেওয়া কোন নে ‘মতের মাঝে যখন চোখ বুলাতেন তখন এই বলে দো ‘আ করতেন اللَّهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُبَدِّلَ نِعْمَتَكَ كُفْرًا، أَوْ أَكْفُرَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا، أَوْ أَنْسَاهَا فَلاَ أُثْنِيَ بِهَا, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি তোমার দেওয়া নে ‘মতকে অকৃতজ্ঞতায় রূপান্তর করা থেকে অথবা নে ‘মতকে জানা-বুঝার পর গোপন করে ফেলা থেকে অথবা নে ‘মতের কথা ভুলে যাওয়ায় তার প্রশংসা না করা থেকে’ । শু ‘আবুল ঈমান হা/৪৫৪৫। সংকলক: ইমাম বায়হাকী (রহ.)

শুকরিয়া আদায়ের একটি বিশেষ দু’ আ যা রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবী মুয়ায (রা.)-কে প্রত্যেক নামাজের পর পড়তে ভুল না করতে বলেছিলেন:

اللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"হে আল্লাহ! আপনার স্মরণ, আপনার কৃতজ্ঞতা (শুকর) আদায় এবং সুন্দরভাবে আপনার ইবাদত করতে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।" (মুসনাদে আহমদ: ২২১১৯)

وَ قَالَ مُوْسٰۤى اِنْ تَكْفُرُوْۤا اَنْتُمْ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ১৪ : ৮

৮. আর মূসা বলেছিলেন, তোমরা এবং যমীনের সবাই যদি অকৃতজ্ঞ হও তারপরও আল্লাহ্ অভাবমুক্ত ও সর্বপ্রশংসিত।

মূসা আলাইহিস সালাম স্বজাতিকে বললেনঃ যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে যারা বসবাস করে, তারা সবাই আল্লাহ্ তা' আলার নেয়ামতসমূহের নাশোকরী করো, তবে স্মরণ রেখো, এতে আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতি নেই। তিনি সবার তারিফ, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার উর্ধ্বে। তিনি আপন সত্তায় প্রশংসনীয়। তোমরা তার প্রশংসা না করলেও সব ফিরিশতা এবং সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তার প্রশংসায় মুখর। কৃতজ্ঞতার উপকার সবটুকু তোমাদের জন্যই।

তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার জন্য তাকীদ দেয়া হয়, তা নিজের জন্য নয়; বরং দয়াবশতঃ তোমাদেরই উপকার করার জন্য। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আগের ও পরের সমস্ত মানুষ ও জিন একত্রিত হয়ে তাকওয়ার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এক জনের অন্তরে পরিণত হও তবুও তা আমার রাজত্বের সামান্যতম কিছুও বৃদ্ধি করবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আগের ও পরের সমস্ত মানুষ ও জীন একত্রিত হয়ে অন্যায়ের দিক থেকে একজনের অন্তরে পরিণত হও তবুও তা আমার রাজত্বের সামান্যতম অংশও কমাতে পারবে না..."। [মুসলিমঃ ২৫৭৭]

এখানে হযরত মূসা (আ) ও তাঁর জাতির ইতিহাসের প্রতি এ সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। তা হচ্ছে, মক্কাবাসীদেরকে একথা জানানো যে, আল্লাহ যখন কোন জাতির প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং এর জবাবে সংশ্লিষ্ট জাতি বিশ্বাসাঘাতকতা ও বিদ্রোহ করে তখন এ ধরনের জাতির এমন মারাত্মক ও ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হতে হয় যার সম্মুখীন আজ তোমাদের চোখের সামনে বনী ইসলাঈলরা হচ্ছে। কাজেই তোমরাও কি আল্লাহর নিয়ামত ও তাঁর অনুগ্রহের জবাবে যে অকৃতজ্ঞ মনোভাব প্রদর্শন করে নিজেদের এ একই পরিণাম দেখতে চাও?

এ প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাঁর যে নিয়ামতের কদর করার জন্য এখানে কুরাইশদের কাছে দাবী জানাচ্ছেন তা বিশেষভাবে তাঁর এ নিয়ামতটি যে, তিনি মুহাম্মাদ ﷺ কে তাদের মধ্যে পয়দা করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমেই তাদের কাছে এমন মহিমান্বিত শিক্ষা পাঠিয়েছেন যে সম্পর্কে নবী (সা.) বারবার কুরাইশদেরকে বলতেন-

كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تعطو نيها تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبُ تَدِينُ لَكمْ الْعَجَمُ-

"আমার একটি মাত্র কথা মেনে নাও। আরব ও আজম সব তোমাদের করতলগত হয়ে যাবে।"

اَلَمۡ يَاۡتِكُمۡ نَبَؤُا الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ قَوۡمِ نُوۡحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوۡدَ ۬ۛ وَ الَّذِيۡنَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ ۛؕ لَا يَعۡلَمُهُمۡ اِلَّا اللّٰهُ ؕ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُمۡ بِالۡبَيِّنٰتِ فَرَدُّوۡۤا اَيۡدِيَهُمۡ فِيۡۤ اَفۡوَاهِهِمۡ وَ قَالُوۡۤا اِنَّا كَفَرۡنَا بِمَاۤ اُرۡسِلۡتُمۡ بِهٖ وَ اِنَّا لَفِيۡ شَكٍّ مِّمَّا تَدۡعُوۡنَنَاۤ اِلَيۡهِ مُرِيۡبٍ ১৪ : ৯

৯. তোমাদের কাছে কি সংবাদ আসেনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের, নূহের সম্প্রদায়ের, আদের ও সামূদের এবং যারা তাদের পরের? যাদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের রাসূলগণ এসেছিলেন, অতঃপর তারা তাদের হাত তাদের মুখে স্থাপন

করেছিল। এবং বলেছিল, যা সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা আমরা অবশ্যই অস্বীকার করলাম। আর নিশ্চয় আমরা বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছি সে বিষয়ে, যার দিকে তোমরা আমাদেরকে ডাকছ।

এ শব্দগুলোর ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে বেশ কিছু মত দেখা গেছে। কারো কারো মতে, এর অর্থ তারা নবীদেরকে চুপ থাকতে বলেছে। [ইবন কাসীর] অথবা মুখ দিয়ে সেগুলো উড়িয়ে দিয়েছে। [ইবন কাসীর] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি এর অর্থ করেছেনঃ তারা তাদের আঙ্গুলে কামড় দিয়েছে। অর্থাৎ তারা যাতে বিশ্বাসী ছিল তাতে কামড়ে পড়ে ছিল, নবীরাসূলদের কথা শুনেনি। [কুরতুবী] কাতাদা ও মুজাহিদ এখানে এর অর্থঃ রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছে তারা তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করেছে আর মুখে তাদের উপর মিথ্যারোপ করেছে। [কুরতুবী] [ইবন কাসীর]

অর্থাৎ এমন সংশয় যার ফলে প্রশান্তি বিদায় নিয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যা নিয়ে এসেছ তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করবো না। কারণ, তোমাদের দাওয়াতের ব্যাপারে আমরা শক্তিশালী সন্দেহে নিপতিত। [ইবন কাসীর] আমরা মনে করছি তোমরা রাজত্ব অথবা দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টায় আছ। [কুরতুবী] কিন্তু পরবর্তী আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, তারা সম্ভবত: ঈমান ও তাওহীদের ব্যাপারেই সন্দেহ করছিল। [দেখুন, মুয়াসসার] কারণ, রাসূলগণ তাদের কথার উত্তরে বলেছিলেন যে, তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে সন্দেহ করতে পার? অথচ তিনিই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন।তারা ক্রোধান্বিত হয়ে নিজ হাত মুখে রেখে নিল, যেমন মুনাফিকদের সম্পর্কে দ্বিতীয় স্থানে এসেছে, عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ তারা তোমাদের প্রতি আক্রোশে আঙ্গুলসমূহ দংশন করে। (সূরা আলে ইমরান ১১৯) ইমাম শওকানী ও ইমাম ত্বাবারী এই শেষ অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

قَالَتۡ رُسُلُهُمۡ اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ يَدۡعُوۡكُمۡ لِيَغۡفِرَ لَكُمۡ مِّنۡ ১০ : ১৪
ذُنُوۡبِكُمۡ وَ يُؤَخِّرَكُمۡ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ قَالُوۡۤا اِنۡ اَنۡتُمۡ اِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُنَا ؕ تُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ
تَصُدُّوۡنَا عَمَّا كَانَ يَعۡبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاۡتُوۡنَا بِسُلۡطٰنٍ مُّبِيۡنٍ

১০. তাদের রাসূলগণ বলেছিলেন, আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে ডাকছেন তোমাদের পাপ ক্ষমা করার জন্য এবং নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেয়ার জন্য। তারা বলল, তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ। আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের ইবাদাত করত তোমরা তাদের ইবাদাত হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও। অতএব তোমরা আমাদের কাছে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর।

আয়াতের অর্থে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে।

এক. আল্লাহর অস্তিত্বে কি সন্দেহ আছে? অথচ মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি ফিতরাতই তাঁর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাঁর স্বীকৃতি দেয়া বাধ্য করছে। সুতরাং যাদের প্রকৃতি ও স্বভাবজাত বিবেক ঠিক আছে তারা অবশ্যই তাঁর অস্তিত্বকে অবশ্যম্ভাবী মনে করে। হ্যাঁ, তবে কখনও কখনও সে সমস্ত ফিতরাতে সন্দেহ ও দ্বিধার অনুপ্রবেশ ঘটে, আর তখনই তার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য দলীল-প্রমাণাদির দিকে তাকানোর প্রয়োজন পড়ে। আর এজন্যই রাসূলগণ এমন এক কথা এরপর বলেছেন যা তাদেরকে তার পরিচয় ও তাঁর অস্তিত্বের ব্যাপারে দলীল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

রাসূলগণ সেটাই তাদের উম্মতদেরকে বলেছেন যে, আমরা ঐ আল্লাহ সম্পর্কে বলছি যিনি "আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা" । তিনিই এ দুটোকে সৃষ্টি করেছেন এবং কোন পূর্ণ নমুনা ব্যতীত নতুনভাবে অস্তিত্বে এনেছেন। কেননা, এ দুটো নব্য হওয়া, সৃষ্ট হওয়া ও আজ্ঞাবহ হওয়া অত্যন্ত স্পষ্ট। সুতরাং এগুলোর জন্য একজন নির্মাতা অবশ্যই প্রয়োজন। আর তিনি আর কেউ নন, তিনি ইলাহ ও মালিক। [ইবন কাসীর]

দুই. রাসূলদের একথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক যুগের মুশরিকরা আল্লাহর অস্তিত্ব মানতো এবং আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা একথাও স্বীকার করতো। এরই ভিত্তিতে রাসূলগণ বলেছেন, এরপর তোমাদের সন্দেহ থাকে কিসে? আমরা যে জিনিসের দিকে তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছি তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা আল্লাহ তোমাদের বন্দেগীলাভের যথার্থ হকদার।

এরপর কি আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ আছে? অর্থাৎ স্রষ্টাকে মেনে নেয়া এটা সৃষ্টিজগতের সবার কাছেই স্বীকৃত ব্যাপার। মুখে যতই অস্বীকার করুক না কেন মন তাদের তা স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। কেননা তারা যদি স্রষ্টা না হয়ে থাকে তবে তারা সৃষ্টি, এ দুয়ের মাঝে অবস্থানের সুযোগ নেই। সুতরাং তিনি যদি একমাত্র স্রষ্টা হয়ে থাকেন, একমাত্র তাঁর ইবাদাত করতে বাধা কোথায়? [দেখুন, ইবন কাসীর] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ "ওরা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না ওরা নিজেরাই স্রষ্টা? না কি ওরা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ় প্রত্যয়ী নয়।।" [সূরা আত-তুরঃ ৩৫-৩৬]

--- তাদের কথার অর্থ ছিল এই যে, তোমাদেরকে আমরা সব দিক দিয়ে আমাদের মত একজন মানুষই দেখছি। তোমরা পানাহার করো, নিদ্রা যাও, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানাদি আছে, তোমাদের মধ্যে ক্ষুধা, পিপাসা, রোগ, শোক, ঠাণ্ডা ও গরমের তথা সব জিনিসের অনুভূতি আছে। এসব ব্যাপারে এবং সব ধরনের মানবিক দুর্বলতার ক্ষেত্রে আমাদের সাথে তোমাদের সাদৃশ্য রয়েছে। তোমাদের মধ্যে এমন কোন অসাধারণত্ব দেখছি না যার ভিত্তিতে আমরা এ কথা মেনে নিতে পারি যে, আল্লাহ তোমাদের সাথে কথা বলেন এবং ফেরেশতারা তোমাদের কাছে আসে। তোমরা তো আমাদের কাছে কোন মু'জিযা নিয়ে আসনি।

--- অর্থাৎ তোমরা এমন কোন প্রমাণ বা মু'জিযা নিয়ে আস যা আমরা চোখে দেখি এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করি। যে প্রমাণ দেখে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, যথার্থই আল্লাহ তোমাদেরকে পাঠিয়েছেন এবং তোমরা যে বাণী এনেছো তা আল্লাহর বাণী।মক্কার কাফের-মুশরিকরা যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলল: যদি সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করতে পারেন, পাহাড়ি জমিকে চাষাবাদ ভূমিতে পরিণত করতে পারেন, তবে আমরা ঈমান আনব। তখন আল্লাহ তা 'আলা নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জানিয়ে দিলেন আমি তাদেরকে এসব প্রদান করব, কিন্তু এর পরেও যদি তারা ঈমান না আনে তাহলে তাদের এমন শাস্তি দিব যা পৃথিবীর কাউকে দেইনি। তুমি যদি চাও তাহলে তাই করব নচেৎ তাদের জন্য রহমত ও তাওবার দরজা খোলা রাখব। (মুসনাদে আহমাদ হা: ২১৬৬, সনদ সহীহ) আর এ সম্পর্কে সূরা ইউনুসের ২০ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। (قُلْ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ...) অর্থাৎ হিদায়াত করার প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা 'আলা। হিদায়াত কোন নাবী-রাসূলদের হাতেও নয় এবং কোন ওলী-আউলিয়াদের হাতেও নয়।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন--

আর তারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের কাছে যদি কোন নিদর্শন আসত তবে অবশ্যই তারা এতে ঈমান আনত। বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহর কাছেই। আর কিভাবে তোমাদের উপলব্ধিতে আসবে যে, যখন তা (নিদর্শন) এসে যাবে, তখন তারা ঈমান আনবে না? আন'আমঃ ১০৯

আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় যাদের বিরুদ্ধে আপনার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না। যদিও তাদের কাছে সবগুলো নিদর্শন আসে, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখতে পাবে।" [সূরা ইউনুস: ৯৬–৯৭]

قَالَتۡ لَهُمۡ رُسُلُهُمۡ اِنۡ نَّحۡنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُكُمۡ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنۡ يَّشَآءُ مِنۡ ১৪ : ১১
عِبَادِهٖ ؕ وَ مَا كَانَ لَنَاۤ اَنۡ نَّاۡتِيَكُمۡ بِسُلۡطٰنٍ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ

১১. তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বললেন, সত্য বটে, আমরা তোমাদের মত মানুষই কিন্তু আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন এবং আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে প্রমাণ উপস্থিত করার সাধ্য আমাদের নেই। আর আল্লাহর উপরই মুমিনগণের নির্ভর করা উচিত।

নিঃসন্দেহে আমরা তো মানুষই। তবে আল্লাহ নবুওয়াত ও রিসালাতের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে আমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন। এখানে আমাদের সামর্থের কোন ব্যাপার নেই। এ তো আল্লাহর পূর্ণ ইখতিয়ারের ব্যাপার। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে যা ইচ্ছা দেন। আমাদের কাছে যা কিছু এসেছে তা আমরা তোমাদের কাছে পাঠাতে বলতে পারি না এবং আমাদের কাছে যে সত্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে তা থেকে আমরা নিজেদের চোখ বন্ধ করে নিতেও পারি না। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ বা মু'জিযা নিয়ে আসতে পারি না। যতক্ষণ না আল্লাহর কাছে আমরা তা চাইব এবং তিনি তা অনুমোদন করবেন। দেখুন, [ইবন কাসীর]

আর যখন তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে, আল্লাহর রাসূলগণকে যা দেয়া হয়েছিল আমাদেরকেও তার অনুরূপ না দেয়া পর্যন্ত আমরা কখনো ঈমান আনব না। আল্লাহ তার রিসালাত কোথায় অর্পণ করবেন তা তিনিই ভাল জানেন। যারা অপরাধ করেছে, তাদের চক্রান্তের কারণে আল্লাহর কাছে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি অচিরেই তাদের উপর আপতিত হবে.সূরা আন'আমঃ ১২৪

কেননা وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ 'আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাকে চান তাকে খাছ করে নেন' (বাক্বারাহ ২/১০৫)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّونَ 'আমাকে পুরা সৃষ্টি জগতের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমাকে দিয়েই নবীদের সিলসিলা সমাপ্ত করা হয়েছে' ।মুসলিম হা/৫২৩; মিশকাত হা/৫৭৪৮।

'যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম করে বলছি, ইহূদী হৌক বা নাছারা হৌক এই উম্মতের যে কেউ আমার আগমনের খবর শুনেছে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার উপরে ঈমান আনেনি, সে ব্যক্তি অবশ্যই জাহান্নামী হবে' ।মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০।

وَ مَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَ قَدۡ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَ لَنَصۡبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيۡتُمُوۡنَا ১২ : ১৪
وَ عَلَى اللّٰهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ الۡمُتَوَكِّلُوۡنَ ؕ

১২. আর আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করব না? অথচ তিনিই তো আমাদেরকে আমাদের পথ দেখিয়েছেন। আর তোমরা আমাদেরকে যে কষ্ট দিচ্ছ, আমরা তাতে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করব। সুতরাং নির্ভরকারীগণ আল্লাহর উপরই নির্ভর করুক।

তিনি আমাদেরকে সবচেয়ে সঠিক ও সবচেয়ে স্পষ্ট ও প্রকাশমান পথটির দিশা দিয়েছেন। [ইবন কাসীর]

এভাবে যখনই কোন নবী বা রাসূল কোন কাওমের কাছে এসেছে তখনই তাদের নেতা গোছের লোকেরা নবী-রাসূলদেরকে বিভিন্নভাবে চাপের মুখে রাখত। কখনও তাদেরকে দেশান্তর করার ভয় দেখাত। আবার কখনও তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হত। যেমন শু'আইব আলাইহিস সালামের কাওম তাকে বলেছিল, "তার সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতারা বলল, হে শু'আইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবই অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে। তিনি বললেন, যদিও আমরা ওটাকে ঘৃণা করি তবুও? [সূরা আল-আরাফঃ ৮৮] লুত আলাইহিস সালামের জাতি তাকে বলেছিলঃ "উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'লুত-পরিবারকে তোমরা জনপদ থেকে বহিষ্কার কর, এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়।" [সূরা আননামলঃ ৫৬]

তদ্রুপ অন্যত্রও এসেছে যে, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও তারা অনুরূপ কথা বলেছিল, যেমনঃ "তারা আপনাকে দেশ থেকে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল আপনাকে সেখান থেকে বহিস্কার করার জন্য; তাহলে আপনার পর তারাও সেখানে অল্পকাল টিকে থাকত।" [সূরা আল-ইসরাঃ ৭৬] "স্মরণ করুন, কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আপনাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা করার বা নির্বাসিত করার জন্য এবং তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও কৌশল করেন আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী। [সূরা আল-আনফালঃ ৩০]

ইবরাহীম (আঃ)- ইরাকের ব্যাবিলন শহর থেকে হিজরত করে শামে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে সন্তানের জন্য দু' আ করেন। (ফাতহুল ক্বাদীর)৩৭ :

وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّى سَيَهْدِينِ ৯৯

ইব্রাহীম বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করবেন;সূরা সাফফাতঃ৯৯

এখানে সবর ও আল্লাহর উপর ভরসার কথা এসেছে।